প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অংশীদারিত্ব এবং বাজেট ভাবনা

পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছর ও পরবর্তীকালের বাজেটসমূহের জন্য প্রস্তাব

আবুল বারকাত
আসমার ওসমান

ALRD এএলআরডি

HDRC Human Development Research Centre
humane development through research and action

ঢাকা: জুলাই, ২০২৪

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে অংশীদারিত্ব এবং বাজেট ভাবনা

পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য
২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট বিশ্লেষণ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছর ও পরবর্তীকালের
বাজেটসমূহের জন্য প্রস্তাব

আবুল বারকাত
আসমার ওসমান

ALRD এএলআরডি
HDRC Human Development Research Centre
humane development through research and action

জুলাই, ২০২৪

কৃতজ্ঞতা

রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়ন ব্যয়ের নির্দেশক এবং আয়ের উৎস খাত পরিমাপক হিসেবে বাজেট উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশসহ অধিকাংশ দেশেই সরকারের বাজেট প্রণয়নের পদ্ধতি মূলত পুঁজির আধিপত্য ও কর্তৃত্ব নিশ্চিত করে, যা প্রকৃত জনকল্যাণে ভূমিকা রাখে না। প্রচলিত অর্থনীতি শাস্ত্রেও বাজেট প্রণয়নের চিন্তাভাবনা বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। অথচ এই দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য জাতীয় বাজেট একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে। তবে, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে যে বরাদ্দ রাখা হয় তা যথেষ্ট কিনা এবং এই বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যয় করা হচ্ছে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের ক্ষুদ্র পারিবারিক কৃষক, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার উদ্যোগী মানুষজন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে রয়ে গেছেন। বাজেটে পিছিয়ে থাকা ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ থাকলেও এই চারটি জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো "লাইন আইটেম" উল্লেখ নেই। অথচ এরা রাষ্ট্রের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর অংশ।

উপরোক্ত প্রেক্ষিতে, প্রান্তিক মানুষের অধিকার নিয়ে কর্মরত সংগঠন এএলআরডি (এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)-এর সহযোগিতায় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এইচডিআরসি (হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার)- গত পাঁচ বছর যাবৎ এ সংক্রান্ত গবেষণা অব্যাহত রেখেছে; তারই ধারাবাহিতায় এই গবেষণা ও গবেষণা প্রতিবেদন।

জটিল কিন্তু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য এইচডিআরসির ওপর আস্থা রাখায় আমরা এএলআরডির প্রতি কৃতজ্ঞ। এক্ষেত্রে এএলআরডির নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদার প্রতি আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। জনাব শামসুল হুদা যেভাবে পুরো বিষয়টি সম্পন্নকরণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের পাশে থেকেছেন-- তা আমাদের জুগিয়েছে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ। একই সাথে এএলআরডি-র জনাব রফিকুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট সহকর্মীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই গবেষণার অংশ হিসেবে, আঞ্চলিক পর্যায়ে দুটি পরামর্শ সভা আয়োজিত হয়, যেখানে অংশ নিয়েছিলেন দেশের সবগুলো বিভাগ থেকে আগত বিজ্ঞজন। আঞ্চলিক পরামর্শ সভায় নাগরিক সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালের গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল ও সুপারিশের যথার্থতা প্রতিপাদনের জন্য ঢাকায় দিনব্যাপী জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রায় ১৭৫ জন অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা সভাগুলোতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এনজিও কর্মী, আইনজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, গবেষক, পেশাজীবী, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিবৃন্দ, এবং মানবাধিকার কর্মী। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রাজ্ঞজনের প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ এই গবেষণা চূড়ন্তকরণে প্রভূত ভূমিকা রেখেছে। অতি গুরুত্বপূর্ণ সভায় অংশগ্রহণকারীরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন; যা এই গবেষণাটিকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল।

এইচডিআরসি-র নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। খুব অল্প সময়ে গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে তারা কঠোর পরিশ্রম করেছেন। এক্ষেত্রে নুরুন্নাহার, আবু তালেব, অজয় কুমার সাহা, মো. সাবেদ আলী, খ. মোজাম্মেল হক বিশেষ ধন্যবাদ পাওয়ার দাবীদার।

যদি গবেষণাকর্মটি নীতিনির্ধারকদের জাতীয় বাজেট বরাদ্দকে ক্ষুদে পারিবারিক কৃষক, গ্রামীণ নারী, আদিবাসীসহ সকল দরিদ্র ও প্রান্তজনের অধিকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী করে তুলতে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখে, তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

শুদ্ধতার কোনো সীমা নেই। আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিবেদনটি প্রণয়নে অনিচ্ছাকৃত যেসব ভুল রয়ে গেলো, তার দায় একান্তই আমাদের।

আবুল বারকাত
আসমার ওসমান

জুলাই, ২০২৪

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা **১**

গবেষণার সারসংক্ষেপ **৪**

অধ্যায় ১: ভূমিকা **১৪**

১.১ প্রেক্ষিত ১৪

১.২ উদ্দেশ্য ১৫

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ১৫

অধ্যায় ২: পারিবারিক কৃষি: জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব **১৭**

২.১ সূচনা ১৭

২.২ বাংলাদেশে পারিবারিক কৃষি: সংজ্ঞা ও সংখ্যা ১৮

২.৩ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর ২০

২.৪ পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত? ৩১

অধ্যায় ৩: গ্রামীণ নারী: জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব **৩৩**

৩.১ সূচনা ৩৩

৩.২ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর ৩৪

৩.৩ গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত? ৪২

অধ্যায় ৪: আদিবাসী জনগোষ্ঠী: জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব **৪৪**

৪.১ সূচনা ৪৪

৪.২ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও প্রান্তিকতা ৪৪

৪.৩ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আদিবাসীদের জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর ৪৬

৪.৪ আদিবাসী মানুষের জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত? ৫৩

অধ্যায় ৫: কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার: জাতীয় বাজেট ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বিশ্লেষণ ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব **৫৫**

৫.১ সূচনা ৫৫

৫.২ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার—এ্যান্টি পাবলিক পলিসি! ৫৫

৫.৩ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর ৫৬

৫.৪ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত? ৫৯

অধ্যায় ৬: আরও যেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নজর দেয়া প্রয়োজন **৬১**

৬.১ যুব-জনগোষ্ঠী ৬১

৬.২ নগরে বাস করা দরিদ্র জনগোষ্ঠী ৬১

৬.৩ হিজড়া জনগোষ্ঠী ৬২

৬.৪ দলিত জনগোষ্ঠী ৬২

৬.৫ চা-শ্রমিক ৬৩

অধ্যায় ৭: উপসংহার ও সুপারিশমালা **৬৪**

৭.১ উপসংহার ৬৪

৭.২ সুপারিশমালা ৬৫

৭.২.১ পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষের পক্ষে সুপারিশমালা ৬৫
৭.২.২ গ্রামীণ নারীর পক্ষে সুপারিশমালা ৬৫
৭.২.৩ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষে সুপারিশমালা ৬৬
৭.২.৪ কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের পক্ষে সুপারিশমালা ৬৮
৭.২.৫ হিজড়া, দলিত জনগোষ্ঠী এবং চা-শ্রমিকদের পক্ষে সুপারিশমালা ৬৮

তথ্যসূত্র ***..... ৭০***

সারণির তালিকা

সারণি ২.১: কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে পারিবারিক কৃষির অংশ ২০
সারণি ২.২: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের অধীনে পারিবারিক কৃষির জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দ ২৭
সারণি ২.৩: পারিবারিক কৃষির জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দ ২৯
সারণি ২.৪: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মোট ও মাথাপিছু উন্নয়ন ও পরিচালন বরাদ্দ এবং তার মধ্যে পারিবারিক কৃষির মোট ও মাথাপিছু বরাদ্দ ২৯
সারণি ২.৫: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ মডেল ৩২
সারণি ৩.১: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর অংশ ৩৪
সারণি ৩.২: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের অধীনে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে গ্রামীণ নারীর অংশ ৩৬
সারণি ৩.৩: গ্রামীণ নারীর জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দ ৪০
সারণি ৩.৪: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে মোট ও মাথাপিছু উন্নয়ন ও পরিচালন বরাদ্দ এবং তার মধ্যে গ্রামীণ নারীর জন্য মোট ও মাথাপিছু বরাদ্দ ৪০
সারণি ৩.৫: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে গ্রামীণ নারী জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তাবিত বরাদ্দ মডেল ৪৩
সারণি ৪.১: বিভিন্ন উৎস অনুসারে বাংলাদেশে আদিবাসীর সংখ্যা (২০১১-২০২3) ৪৫
সারণি ৪.২: বিভিন্ন উৎস অনুসারে বাংলাদেশের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর সংখ্যা ৪৫
সারণি ৪.৩: বাংলাদশেরে আদবিাসী দলগুলোর আঞ্চলকি বন্যিাস ৪৬
সারণি ৪.৪: সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দ ৪৭
সারণি ৪.৫: সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঘোষিত ‘সাধারণ’ বরাদ্দ ৪৭
সারণি ৪.৬: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশ ৪৮
সারণি ৪.৭: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের/অধিদপ্তরের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঘোষিত বরাদ্দ ৫০
সারণি ৪.৮: বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের উন্নয়ন বরাদ্দ ৫১
সারণি ৪.৯: ২০২৩-২৪ অর্থবছররে জাতীয় বাজেটে মোট ও মাথাপছিু উন্নয়ন ও পরচিালন বরাদ্দ এবং তার মধ্যে আদিবাসী মানুষের জন্য মোট ও মাথাপিছু বরাদ্দ ৫১
সারণি ৪.১০: ২০২৪-২৫ অর্থবছররে জাতীয় বাজেটে আদবিাসী মানুষরে জন্য প্রস্তাবতি বরাদ্দ মডলে ৫৪
সারণি ৫.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেট বরাদ্দ ৫৭
সারণি ৫.২: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য অনুমিত উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ৫৮
সারণি ৫.৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছররে জাতীয় বাজেটে মোট ও মাথাপছিু উন্নয়ন ও পরচিালন বরাদ্দ এবং তার মধ্যে কৃষ-িভূম-িজলা সংস্কাররে জন্য মোট ও মাথাপছিু বরাদ্দ ৫৮
সারণি ৫.৪: ২০২৪-২৫ অর্থবছররে জাতীয় বাজেটে কৃষ-িভূম-িজলা সংস্কারউদ্দষ্টি মানুষরে জন্য প্রস্তাবতি বরাদ্দ মডলে ৬০

চিত্রের তালিকা

চিত্র ২.১: বাংলাদেশের কৃষিখামারের বিন্যাস ১৯

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১: প্রথম আঞ্চলিক পরামর্শ সভার প্রতিবেদন (চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, ও সিলেট বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত) ৭৪

পরিশিষ্ট ২: দ্বিতীয় আঞ্চলিক পরামর্শ সভার প্রতিবেদন (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত).....৮১

পরিশিষ্ট ৩: জাতীয় সেমিনারের প্রতিবেদন.....৮৭

গবেষণার সারসংক্ষেপ

কী খুঁজছি? কেন খুঁজছি?

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেট কার্যকর একটি হাতিয়ার। তবে, দারিদ্র্য বিমোচনে (জনগোষ্ঠী-এলাকা-নৃপরিচয়-লৈঙ্গিক পরিচয়- শ্রেণী কাঠামোর ভিত্তিতে) বাজেটের পূর্ণ সম্ভাবনা ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা—সে বিষয়ে রয়েছে যথেষ্ট মাত্রার সংশয়। এ বিষয়ে নিবিড় গবেষণাও তেমন নেই[1]।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে: বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের নিরিখে বাজেট কি—ক্ষুদে কৃষক-বান্ধব? গ্রামীণ নারী-বান্ধব? আদিবাসী-বান্ধব? কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার-বান্ধব?

বর্তমান গবেষণায় বৃহত্তর চারটি শ্রেণির মানুষের জন্য, বাজেট বিষয়টির নিবিড়-বিশ্লেষণ করা হয়েছে: (১) পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষ, (২) গ্রামীণ নারী, (৩) আদিবাসী এবং (৪) কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার উদ্দেশ্য। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে পারিবারিক কৃষি কাজে নিয়োজিত ক্ষুদে কৃষক, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী (সমতল ও পাহাড়, উভয়ের) এবং কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার খাতের লাইন আইটেম ও বরাদ্দ অনুসন্ধান করা হয়েছে। গবেষণায় খতিয়ে দেখা হয়েছে—

১. বর্ণিত খাত চারটির লাইন আইটেমগুলোর জন্য বরাদ্দের পরিমাণ কত?

২. বরাদ্দের পরিমাণ পর্যাপ্ত কিনা?

৩. পর্যাপ্ত না-হলে, বর্ণিত খাতগুলোর জন্য ন্যায়সংগত-যুক্তিসংগত বরাদ্দের পরিমাণ কতো হওয়া উচিত?

বাজেটের এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, আরো কয়েকটি বর্গের মানুষের প্রতি অগ্রাধিকারভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন: (১) যুব-জনগোষ্ঠী; (২) নগরে বাস করা দরিদ্র জনগোষ্ঠী; (৩) হিজড়া; (৪) দলিত জনগোষ্ঠী; এবং (৫) চা-শ্রমিক। এই জনগোষ্ঠীগুলো সম্পর্কে আমরা কিছু দ্রুত-সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ করেছি, যদিও এই বিষয়ে পরবর্তীকালে আলাদা-আলাদা, নিবিড় গবেষণা পরিচালনার দাবি রাখে।

বর্তমান নয়াউদারবাদী রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোতে এটাই স্বাভাবিক যে জাতীয় বাজেটে দরিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য 'পর্যাপ্ত' ও 'ন্যায়সঙ্গত' বরাদ্দ থাকে না; দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষ তাদের ন্যায্য হিস্যা পান না। অন্যদিকে, এই জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবেই নিষ্পেষিত, বঞ্চিত; ফলত: দুর্বল। তাই তাদের পক্ষে সচেতন, সংবেদনশীল ও উচ্চকণ্ঠ হওয়া নাগরিক সমাজের নৈতিক দায়িত্ব।

পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ

কারা? কেমন আছেন?

জাতিসংঘ ২০১৯ থেকে ২০২৮-এই সময়কালকে পারিবারিক কৃষি দশক হিসেবে ঘোষণা করেছে। অথচ, "পারিবারিক কৃষি" প্রপঞ্চটিই আমাদের দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নয়। বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবেই, পারিবারিক কৃষি খানাতে কৃষি খাতের সমস্যাগুলো অনেক বেশি প্রকট—এ যেন আধপেটা খেয়ে, কোনোভাবে টিকে থাকার লক্ষ্যে পরিচালিত এক কৃষিব্যবস্থা। আমাদের হিসেবে, বর্তমানে মোট কৃষিখানার ৯২% পারিবারিক কৃষি খানা—যার সংখ্যা ১ কোটি ৭৯ লক্ষ ২০ হাজার ৫৯১। রক্ষণশীল হিসেবে যদি ৯২% এর বদলে ৮০%-ও ধরে নিই, তাহলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ১১২—পারিবারিক কৃষি খানার মোট সদস্য সংখ্যা ৬ কোটি ২৭ লক্ষ ৯ হাজার ৯৯৪।

[1] ব্যতিক্রম, আবুল বারকাত রচিত ২০২৩ সালে প্রকাশিত "অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি" গবেষণাগ্রন্থ [বারকাত, আবুল (২০২৩), অ-জনগণকরণের রাজনৈতিক অর্থনীতি: বাংলাদেশে ৫০ বছরের রাষ্ট্রীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ ও ভূমি সংস্কার, ঢাকা: মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।]

২০২৩-২৪ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষির জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসাবপত্তর

জাতীয় বাজেটে পারিবারিক কৃষির জন্য মোট বরাদ্দ কত তার কোনো "দাপ্তরিক" হিসেবে নেই; আর থাকবার কথাও নয়— কারণ "পারিবারিক কৃষি" প্রপঞ্চটিই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত নয়। আমাদের বিশ্লেষণে, পারিবারিক কৃষির বাজেট বরাদ্দের উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে। এছাড়াও, আরো ১৫-টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তরের অধীনে কিছু প্রকল্প বা কর্মসূচি রয়েছে যেগুলো নানান মাত্রায় পারিবারিক কৃষির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। তেমনি "সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ" খাতের ভূমিকা রয়েছে পারিবারিক কৃষি খানার ও কৃষকের জীবন-মান উন্নয়নে। আমাদের হিসেবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেটে পারিবারিক কৃষির জন্য মোট বরাদ্দ ৪০ হাজার ৫৬৭ কোটি টাকা—যা মোট বাজেটের ৫.৩%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট কৃষিখানার সদস্যপ্রতি বরাদ্দ ছিল গড়ে ৬ হাজার ৪৬৯ টাকা টাকা, যা জাতীয় মাথাপিছু গড় বরাদ্দের (যার পরিমান ৪৬ হাজার ১২৪ টাকা) তুলনায় ৮৬% কম।

পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষের জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত?

"আদর্শ অবস্থা" (ideal state/situation) বাস্তবায়ন কঠিনসাধ্য। তাই, পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের নিদেনপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমরা হিসেব করেছি: যদি মাথাপিছু ২ গুণ বৃদ্ধি ধরে বরাদ্দ হিসেব করি, তাহলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৯১ হাজার ১১৪ কোটি টাকা, যা মোট অনুমিত জাতীয় বরাদ্দের ১০.৬%।

পারিবারিক কৃষিসংশ্লিষ্ট মানুষের পক্ষে সুপারিশমালা

১. পারিবারিক কৃষিকে স্বীকৃতি দিতে হবে;

২. পারিবারিক কৃষির স্বীকৃতি বাস্তবায়নে এ বর্গের মানুষদের জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ধীরে-ধীরে জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমপরিমাণ করতে হবে (আগামী ১০ বছরের মধ্যে);

৩. বাজেটে মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা জরুরি। সেক্ষেত্রে পারিবারিক কৃষির বাজেট বরাদ্দ হতে হবে কমপক্ষে ৯১ হাজার ১১৪ কোটি;

৪. বাজেটে পারিবারিক কৃষির সাথে জড়িত প্রান্তিক কৃষক এবং বর্গাচাষীদের জীবন ও জীবিকা সুরক্ষার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে;

৫. দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মাত্র ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে দ্রুত ও সরাসরি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য বাজেটে থোক বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন;

৬. প্রান্তিক কৃষকের জন্য ভর্তুকি মূল্যে প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে এবং তা সঠিকভাবে বাধাহীন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে;

৭. প্রান্তিক ও ক্ষুদে কৃষকদের বিনা সুদে অথবা সহজ শর্তে স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে;

৮. কৃষকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বীমা—আবাসন, শস্য, গবাদিপশু, শিক্ষা, স্বাস্থ্য— চালুর জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে;

৯. ফসলসহ উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতে এবং সম্ভাব্য খাদ্য সংকটের কথা মাথায় রেখে সরকারি শস্য ক্রয়ের পরিমাণ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ৩ গুণ বৃদ্ধি করা জরুরি; সেজন্য সরকারকে মধ্যস্বত্বভোগীদের পরিত্যাগ করে প্রকৃত কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ফসল ক্রয় করতে হবে । এছাড়াও, এক্ষেত্রে সরকারি গুদামের সর্বোচ্চ ব্যবহার, সরকারি নতুন গুদাম নির্মাণ এবং একই সাথে বেসরকারি গুদাম ভাড়ায় নেয়ার ব্যবস্থা করতে। এ লক্ষ্যে জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে;

১০. পারিবারিক কৃষি-খানার মধ্যে যারা খাসজমি বরাদ্দ পাবেন, তারা যেন জমি ধরে রাখতে পারেন এবং পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেন, সেজন্য বিশেষ স্কিমের জন্য বাজেটে বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

গ্রামীণ নারীসংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ

কারা? কেমন আছেন?

দেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী (৫০.৪৯%)। মোট জনসংখ্যার মধ্যে গ্রামীণ নারী ৩৫.১%। গৃহস্থালী বিভিন্ন কাজের পাশাপাশি গ্রামীণ নারীদের অন্তত ৭০% প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত। যদিও তাদের কাজের আনুষ্ঠানিক কোনো স্বীকৃতি দেয়া হয় না। কৃষিতে নারীরা যে শ্রম দেন তার ৪৫.৬% ক্ষেত্রে কোনো পারিশ্রমিক পান না। আর বাকি ৫৪.৪% ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক পান বাজারমূল্যের চেয়ে কম। একই বৈষম্য অকৃষি খাতেও। গ্রামীণ নারী চারমাত্রিক অ-জনগণ: পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বৈষম্যের শিকার, দরিদ্র-বঞ্চিত-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ, জীবনচক্রে বঞ্চিত শিশু ও শিশুর মা, সব ধরনের নাগরিক সুবিধা বঞ্চিত।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসাবপত্তর

দরিদ্র, প্রান্তিক বিশাল সংখ্যক গ্রামীণ নারী উন্নয়নের যে কোনো নির্দেশক বিবেচনায় বাজেটীয় মনোযোগ আকর্ষণের দাবিদার। অথচ, বাস্তবতা ঠিক তার বিপরীত: অনীহা দেখা যায় গ্রামীণ নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দের বেলায়।আমাদের হিসেবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য মোট বরাদ্দ ৩১ হাজার ৩১৩ কোটি টাকা—যা মোট বাজেটের ৪.১%। অর্থাৎ, গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ গড়ে ১০ হাজার ৮১৪ টাকা, যা জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ৭৬% কম। গ্রামীণ নারীর মধ্যে ভূমিহীন, কৃষি-মৎসজীবীতার সাথে যুক্ত নারী, বিধবা, এবং প্রতিবন্ধী নারীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৯০ লক্ষ। তাদের বাজেট-বরাদ্দ বঞ্চনা আরো বেদনাদায়ক। অনুমিত যে এই ধরনের গ্রামীণ নারীরা বাজেট থেকে মাথাপিছু পান সর্বোচ্চ ৭ হাজার ৫৭০ টাকা।

গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত?

বিগত বাজেট বরাদ্দে গ্রামীণ নারী তার ন্যায্য বরাদ্দ পাননি। "আদর্শ অবস্থা" (ideal state/situation) বাস্তবায়ন কঠিনসাধ্য। তাই, গ্রামীণ নারীর জন্য বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের নিদেন পক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমরা হিসেব করেছি: যদি আমরা মাথাপিছু ২ গুণ বৃদ্ধি ধরে বরাদ্দ হিসেব করি, তাহলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৭০ হাজার ৩২৯ কোটি টাকা, যা মোট অনুমিত জাতীয় বরাদ্দের ৮.২২%।

গ্রামীণ নারীর পক্ষে সুপারিশমালা

১. নারী উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক আলাদা বাজেট, জেন্ডার বাজেটিং—এসব চর্চা শুরু হলেও গ্রামীণ নারীর জন্য আলাদা কোনো বাজেট বরাদ্দ নেই। বাজেট বক্তৃতা, বিভিন্ন বাজেট ডক্যুমেন্ট পর্যালোচনাকালে 'গ্রামের নারী', 'পল্লী অঞ্চলের নারী' প্রভৃতির উল্লেখ থাকলেও 'গ্রামীণ নারী' এই অধিকতর উন্নয়নঘনিষ্ট প্রত্যয়ের উল্লেখ নেই; গ্রামীণ নারী' এই প্রপঞ্চটির সম্মানপূর্বক নীতি-অন্তর্ভুক্তির জন্য জোর দাবি জানানো প্রয়োজন;

২. আদর্শ অবস্থা বিবেচনায় দেশের গ্রামীণ নারীর জন্য জাতীয় বাজেটে মাথাপিছু ন্যায্য বরাদ্দ হওয়ার কথা ৫১ হাজার ৭৯৮ টাকা। কিন্তু সেটা যদি বর্তমান বাস্তবতায় সহজ না হয়, তাহলেও গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ ধীরে ধীরে (আগামী ১০ বছরের মধ্যে) জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হবে;

৩. বাজেটে গ্রামীণ নারীর জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা জরুরি। সেক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীর জন্য বাজেট হতে হবে কমপক্ষে ৭০ হাজার ৩২৯ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ৮.২২%, যেখানে গ্রামীণ নারী দেশের মোট জনসংখ্যার ৩৫.১%);

৪. কোভিড মহামারী এবং তার পরবর্তী চলমান অর্থনৈতিক সংকট-মন্দার শিকার প্রান্তিক গ্রামীণ, ভূমিহীন, খামারি, কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র অ-কৃষি কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত নারীর পুনর্বাসনে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে;

৫. কৃষক হিসেবে নারী কৃষকদের স্বীকৃতি দিয়ে তা কার্যকরে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে;

৬. কৃষিক্ষেত্রে গৃহীত প্রকল্পগুলোয় নারীর জন্য সুনির্দিষ্ট কোটা রাখতে হবে;

৭. গ্রামীণ নারী যাতে খামার এবং খামার বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের জন্য দ্রুত এবং হয়রানি ছাড়াই ঋণ পেতে পারেন তার জন্য পৃথক বাজেটীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;

৮. বয়ঃবৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধী নারীদের পুনর্বাসন, চিকিৎসা, এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সম্মানজনক কর্মসূচি সৃজন অতি জরুরি;

৯. নারী-কৃষক ও নারী কৃষি-শ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিপণনের জন্য পরিকল্পিতভাবে বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলবার জন্য বাজেটীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং সামাজিকভাবে প্রান্তিক গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তা খুঁজে বের করা এবং তাদের পণ্য উৎপাদন এবং বিপণনের সুযোগ সৃজনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে;

১০. গ্রামীণ নারীদের মধ্যে যারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তাদের জন্য সংশ্লিষ্ট যেকোনো সক্ষমতা-উন্নয়নের (capacity development) লক্ষ্যে তৈরিকৃত শিখন-উপকরণ (learning material) তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা/সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টউদ্দিষ্ট (education level-targeted) হওয়া দরকারি। এই উপকরণ তৈরী এবং তা ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ (কারিগরি এবং উদ্যোগ-উন্নয়ন)-এর ঘাটতি চিহ্নিত করে তা পূরণের জন্য সমন্বিত ব্যবস্থা করবার উপযোগী বাজেটের বরাদ্দ রাখতে হবে।

১১. বাজেটে ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের জন্য ভ্যাট ও ট্যাক্স মওকুফ করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট নবায়ন ফিস্ কমাতে হবে;

১২. সকল নারী-কৃষকের জন্য কৃষি বীমা এবং সকল প্রান্তিক গ্রামীণ নারীর জন্য স্বাস্থ্য বীমার জন্য বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণে বরাদ্দ রাখতে হবে।

১৩. বাংলাদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোতে, বিশেষত গ্রামীণ নারীদের জীবনে, বৈবাহিক অবস্থা গুরুত্বপূর্ণ: এই অবস্থা অনেকাংশেই তাদের সামাজিক অবস্থানকে প্রভাবিত করে। এজন্য বিধবা, স্বামী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন না, নারী-প্রধান খানার প্রধান নারী— এমন নারীদের অধিকার ও আইনি সহায়তা নিশ্চিত করবার জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রয়োজন তার জন্য বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ থাকতে হবে। একই সাথে, সম্পৃক্ত কর্মসূচিগুলোকে যথেষ্ট মাত্রায় সংবেদনশীল হওয়া প্রয়োজন, এবং কমিউনিটির সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সচেতনায়ন ও সম্পৃক্তকরণ-উদ্যোগ (community sensitization and inclusion)-এর পরিকল্পনা এবং আর্থিক বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীসংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ

কারা? কেমন আছেন?

আদিবাসী মানুষ যে 'অ-জনগণ' (unpeople)—কোনো সন্দেহ নেই। সম্ভাব্য সকল মাপকাঠিতেই, আদিবাসীরা এ দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর অন্যতম। বাংলাদেশের আদিবাসী জনগোষ্ঠী নানান মাত্রিক বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়ে আসছেন। ভূমি-অধিকার হরণ, বন উজাড়, এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের কারণে তারা আরও অসহায়, আরও প্রান্তিক হয়ে পড়ছেন।

বাংলাদেশে আদিবাসীদের জনসংখ্যা ঠিক কতো সেটিই আমরা এখনো জানিনা। ২০২২ সালের জনশুমারি ও গৃহগণনা-এর প্রতিবেদন-এ দেখানো হয়েছে, দেশে আদিবাসীর সংখ্যা (যদিও, সরকারি কাগজে এই পরিচয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী) ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৭৮ জন, তন্মধ্যে সমতলের আদিবাসী ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৬৫ জন আর পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ৯ লাখ ৯১ হাজার ১৩ জন। বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের মতে এদেশে আদিবাসীর সংখ্যা ৩০ লাখ। ২০১৬ সালের আরেক হিসেবে এই সংখ্যা ৫০ লাখ (আবুল বারকাত, ২০১৬)। বাংলাদেশে আদিবাসীদের সংখ্যা নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে, তেমনই বিতর্ক আছে বিভিন্ন ধরনের আদিবাসী গোষ্ঠীর সংখ্যা কতো তা নিয়েও।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে গ্রামীণ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসাবপত্তর

সংবিধানের ১৫(৪) অনুচ্ছেদে থাকা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতার নীতি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের দায়িত্ব থাকলেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা ও উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় না—এই অবহেলা, বৈষম্য মুক্তিযুদ্ধে

অর্জিত বাংলাদেশের সাংবিধানিক উন্নয়ন দর্শনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে।জাতীয় বাজেটে আদিবাসীদের জন্য কাঙ্খিত প্রতিফলন নেই, যার ফলে তাদের উন্নয়নের ধারা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এটি একটি বড় বৈষম্য – যা বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আমাদের হিসেবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে আদিবাসী মানুষের জন্য জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ২৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ, আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল গড়ে ১২ হাজার ৪৭ টাকা। অর্থাৎ, আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের চেয়ে প্রায় ৭৪% কম।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত?

বিগত অর্থবছরের বাজেট বৃদ্ধির ধারা যদি অব্যাহত থাকে (যদিও, সরকারের চলমান "সংকোচন নীতি"র কারণে, সেটি ঘটবে বলে মনে হচ্ছেনা), তাহলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য মোট বরাদ্দ হবে ৬ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা; অর্থাৎ, মাথাপিছু বরাদ্দ হতে পারে ১৩ হাজার ৫২৮ টাকা *(এই হিসাব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা ৫০ লক্ষ ধরে করা; যদি তর্কের খাতিরে এই সংখ্যা ৩০ লক্ষও ধরা হয় তাহলেও মাথাপিছু এই অঙ্ক দাঁড়ায় ২০ হাজার ৭৮ টাকা, যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪৬ হাজার ১২৫ টাকা)।*

“আদর্শ অবস্থা” (ideal state/situation) বাস্তবায়ন কঠিনসাধ্য। তাই, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের নিদেনপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমরা হিসাব করেছি: যদি আমরা মাথাপিছু ২ গুণ বৃদ্ধি ধরে বরাদ্দ হিসেব করি তাহলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ১২ হাজার ৪৭ কোটি টাকা, যা মোট অনুমিত জাতীয় বরাদ্দের ১.৪০%।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর পক্ষে সুপারিশমালা

১. আদিবাসী মানুষের গোষ্ঠীভিত্তিক জনসংখ্যা নিয়ে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে বিশেষ আদিবাসী জনশুমারি করা প্রয়োজন এবং এজন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন;

২. উন্নয়নের সুফল সমানভাবে নিশ্চিত করার জন্য এ বর্গের মানুষদের মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ পর্যায়ক্রমে জাতীয় মাথাপিছু বরাদ্দের সমপর্যায়ে উন্নীত করতে হবে; এই বরাদ্দ কত সময়ের কার্যকর হবে সে বিষয়ে নির্দেশনা বাজেটে থাকা প্রয়োজন;

৩. বাজেট বৈষম্য হ্রাসে আদিবাসী মানুষের জন্য মাথাপিছু বাজেট বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা জরুরি। সেক্ষেত্রে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট হতে হবে কমপক্ষে ১২,০৪৬.৫২ কোটি টাকা;

৪. আদিবাসী মানুষের জন্য বাজেটে সংশ্লিষ্ট সকল খাত-উপখাতভিত্তিক লাইন আইটেমসহ বরাদ্দ প্রদর্শন করতে হবে; ‘পার্বত্য’ ও ‘সমতল’ এর আদিবাসী মানুষের জন্য ওই বরাদ্দ ভিন্ন ভিন্ন দেখানো স্বচ্ছতার নিরিখে যুক্তিসঙ্গত হবে;

৫. যেসব খাত-উপখাতে সুনির্দিষ্ট লাইন আইটেমে যুক্তিসঙ্গত বরাদ্দ দিতে হবে তার মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সুরক্ষার (ভাতা) পরিধি ও পরিমাণ বৃদ্ধি; ঝিরি-ঝরণা-বন সংরক্ষণ; সুপেয় পানি; রেশন ব্যবস্থা; নিরাপদ খাদ্য; বিনামুল্যে স্বাস্থ্য সেবা; মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাস; বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, ব্যংক ঋণ; নারী বান্ধব উন্নত কৃষি প্রযুক্তি; উৎপাদিত ফল-ফসলের ন্যায্য মূল্য; নারী উদ্যোক্তা গঠনে সহায়তা; মাতৃভাষায় শিক্ষা বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় পাঠ্যবই, উপকরণ, হোস্টেলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ। ‘আদিবাসী নারীদের কাজের ক্ষেত্রে প্রণোদনা প্যাকেজ দিয়ে তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বরাদ্দ’, ‘দিন দিন উদ্বাস্তু হওয়া উপকূলীয় আদিবাসী শ্রমিকদের জন্য বরাদ্দ, ‘চা-বাগানের শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও বরাদ্দ’, ‘দলিত সম্প্রদায়ের প্রকৃত সংখ্যা নিরুপন করে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও বরাদ্দ’ থাকা প্রয়োজন;

৬. পার্বত্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুপারিশমালা:

৬.১ পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের বাজেট ৩ ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করতে হবে: (ক) আদিবাসী মানুষের জন্য, (খ) বাঙালিদের জন্য, (গ) উভয়ের জন্য;

৬.২ বিশেষ বরাদ্দ দিয়ে পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন জরুরি। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন এবং সম্পর্কিত' এই ধরনের কোনো লাইন আইটেমে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার রক্ষায় মধ্যমেয়াদে আগামী ৫ অর্থবছরে কমপক্ষে ২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে, যার মধ্যে

- পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য (বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা X ৩ পার্বত্য জেলা X ৫ বছর) = ১,৫০০ কোটি টাকা
- আঞ্চলিক পরিষদের জন্য (বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা X ৫ বছর) = ৫০০ কোটি টাকা
- পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের জন্য (বার্ষিক ১০০ কোটি টাকা X ৫ বছর) = ৫০০ কোটি টাকা

ন্যূনতম ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখতে হবে, যার মধ্যে তিন (৩) পার্বত্য জেলা পরিষদের জন্য ৩০০ কোটি টাকা, আঞ্চলিক পরিষদের জন্য ১০০ কোটি টাকা; এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশনের জন্য ১০০ কোটি টাকা

৬.৩ জুম চাষীরা যে ৩ মাস কর্মহীন থাকেন সেই সময়ের জন্য রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এটা জরুরি মানবিক সেবা (Emergency humanitarian service) হিসেবে গণ্য করতে হবে;

৬.৪ 'পার্বত্য চট্টগ্রামের বন সংরক্ষণে বিশেষ বরাদ্দ', 'পার্বত্য চট্রগ্রামে পরিবেশ রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও পানির উৎসগুলো রক্ষার স্বার্থে পাথর উত্তোলন বন্ধ ও পাড়াবন সুরক্ষা করার জন্য বরাদ্দ', 'পাহাড়ে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করবার জন্য বরাদ্দ' নিশ্চিত করা প্রয়োজন;

৭. সমতলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুপারিশমালা:

৭.১ সমতলের আদিবাসী মানুষের জীবনমান দেখভাল করার জন্য পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন এবং সেই মন্ত্রণালয়ের জন্য পৃথক বাজেট বরাদ্দ থাকা জরুরি;

৭.২ সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন করতে হবে; ওই কমিশনকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কার্যকর করতে মধ্যমেয়াদী (৫ বছর ব্যাপী) বরাদ্দ দিতে হবে;

৭.৩ হাওর এবং সমতলের অন্যান্য এলাকায় আদিবাসী মানুষের বে-দখল হয়ে যাওয়া জমি-জলার পুনরুদ্ধারে বাজেটে বরাদ্দসহ কার্যকর উদ্ধার মেকানিজমের পথ-নির্দেশ থাকতে হবে;

৭.৪ সমতলের যেসব এলাকায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেশি, সেখানে জনপ্রতিনিধি কোটায় তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ করা।

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণ

বিষয়টি কী? সংস্কার কিছু হচ্ছে কি?

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার একটি সমগ্রক বিষয়। ভূমি সংস্কারকে বলা যেতে পারে ক্ষুদ্রার্থের কৃষি সংস্কার। ভূমি সংস্কার বলতে সাধারণত আমরা বুঝে থাকি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারি মালিকানার খাস জলা-জমির বন্টন-বন্দোবস্ত; বর্গাদারসহ অন্যের মালিকানাধীন জমি-জলাতে যারা শ্রম দিচ্ছেন তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি। বর্তমানের ভূমি-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশনসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিও এর অনুষঙ্গ।

এদেশে পূর্ণাঙ্গ ভূমি সংস্কার হয়নি, কৃষি সংস্কারতো অনেক দূরের কথা। ১৯৭০ এর দশকে নীতি নির্ধারকদের কাছে ভূমি সংস্কার একটি কার্যকর উন্নয়ন-নীতি হিসেবে পরিগণিত হতো। ১৯৭২ সালে আজকের ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রথম নামকরণ করা হয়েছিল 'ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়'। ১৯৮৭ সালের ১ মার্চ ভূমি সংস্কার ঝেড়ে ফেলে মন্ত্রণালয় বর্তমান নাম ধারণ করে। নামের বিলোপ যেন নীতি হিসেবেই ভূমি সংস্কারকে নির্বাসনে পাঠানো। পাশাপাশি, আমাদের যারা "চিন্তক", তারা "কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কার"-কে এখন আর আদৌ কোনো বিষয়ই মনে করেন না (non-issue)।

২০০৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছিল সরকার গঠন করতে পারলে 'ভূমি সংস্কার কমিশন' গঠন করা হবে, আর ২০১৪ সালে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে ওয়াদা করা হয়েছিলো বিজ্ঞানভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থাপনা

নীতি গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এই দুই প্রতিশ্রুতি পূরণে বাজেটীয় উদ্যোগ কখনোই নেয়া হয়নি। বাজেটে কোনো চিহ্ন নেই খাসজমি জলার বন্টন ব্যবস্থাপনার।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বাজেট বরাদ্দের হিসেবপত্তর

ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ দেখেই প্রতীয়মান হয় যে এটি সরকারের সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের একটি, অথচ উন্নয়নের জন্য ভূমি অপরিহার্য এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন স্বচ্ছ ও সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য, "কৃষি সংস্কার", "ভূমি সংস্কার", "জলা সংস্কার"- এগুলোর কোনোটির নামে কোনো উপখাত/লাইন আইটেম প্রচলিত বাজেটে থাকেনা।

আমাদের হিসেবে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১০ হাজার ৩৯৩ কোটি টাকা (যা মোট বাজেটের ১.৩৬%)—যেখানে কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্বিষ্ট জনসংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার ৮২.৮%। অর্থাৎ, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য মাথাপিছু বরাদ্দ ছিল গড়ে মাত্র ৭৬১ টাকা!

কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের জন্য বাজেটে ন্যায্য বরাদ্দ কেমন হওয়া উচিত?

"আদর্শ অবস্থা" (ideal state/situation) বাস্তবায়ন কঠিনসাধ্য। তাই, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বিদ্যমান মাথাপিছু বরাদ্দের নিদেনপক্ষে ১০ গুণ বৃদ্ধি আমরা হিসেব করেছি: যদি আমরা মাথাপিছু ১০ গুণ বৃদ্ধি ধরে বরাদ্দ হিসেব করি, তাহলে মোট বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৯২ কোটি টাকা, যা মোট অনুমিত জাতীয় বরাদ্দের ১৩.৬৫%।

সুপারিশমালা

১. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বাজেটে তেমন কোনো বরাদ্দই থাকে না। উন্নয়নে জরুরি এ খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা হবে দেশের মোট জনসংখ্যার ৮২.৮%। অথচ ২০২৩-২৪ বাজেটে এ খাতে মোট বরাদ্দ ১০,৩৯২.৫৮ কোটি টাকা (মোট বাজেটের মাত্র ১.৩৬%), আর মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৭৬০.৬ টাকা। চরম এ বরাদ্দ বৈষম্য দূর করতে হবে;

২. আমাদের সুপারিশ হলো এ বর্গে মাথাপিছু বরাদ্দ এখনকার তুলনায় কমপক্ষে ১০ গুণ বৃদ্ধি করা, ফলে মোট বাজেট বরাদ্দ হবে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৯২ কোটি টাকা; এর মধ্যে অন্যান্যের মধ্যে থাকবে:

- দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষি ও জলাজীবী খানার মধ্যে খাসজমি ও জলা বিতরণ, ৩,০০০ কোটি টাকা;
- দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য সুদবিহীন/ স্বল্প সুদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান, ৩,০০০ কোটি টাকা;
- হাওর অঞ্চলের প্রকৃতি-বান্ধব উন্নয়ন, ১,০০০ কোটি টাকা;
- কৃষকদের কৃষি পণ্যের ন্যায্য বাজার মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, ৭,০০০ কোটি টাকা;
- ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য বীমা, ১,০০০ কোটি টাকা;
- সেটেলার বাঙালিদের সমতলে পুনর্বাসন, ১,০০০ কোটি টাকা।

৩. কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসংশ্লিষ্ট সকল বৃহৎ বর্গের খাত-উপখাতকে বাজেটে ভিন্ন লাইন আইটেম হিসেবে বরাদ্দসহ দেখাতে হবে;

৪. কৃষি-ভূমি-জলা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলী তদারকি করতে মনিটরিং সেল গঠন এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে;

৫. সরকারি খাসজমি-জলাশয় সিএস (CS) রেকর্ড অনুযায়ী উদ্ধার করার জন্য বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ থাকা দরকার;

৬. জমি-জলা-জঙ্গল (৩-জ) সম্পদে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। দেশে দেড় কোটি বিঘা (৪৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৬০ একর) খাস জমি-জলার ৭৬% এখন ভূমিদস্যু-জলাদস্যুদের দখলে। এসব খাস জমি-জলা কিভাবে দরিদ্র ভূমিহীন-প্রান্তিক নারী-পুরুষের মালিকানায় যাবে এ বিষয়ে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দসহ স্পষ্ট দিক-

নির্দেশনা থাকতে হবে। কৃষি ও কৃষক ভাবনার যথার্থতা বিচারে ১ লক্ষ ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে কমপক্ষে ২ লক্ষ বিঘা জমি বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব; ২০ হাজার জলাহীন প্রকৃত মৎস্যজীবী পরিবারের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ হাজার বিঘা খাস জলাশয় বন্দোবস্ত দেয়া সম্ভব। আর এসবের পাশাপাশি অবন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাস জমির মাত্র ২০% দিয়ে নগর দরিদ্রদের আবাসন সমস্যার সুরাহা সম্ভব।

৭. ভূমিহীনদের খাস জমির বণ্টন, খাস জমিতে দরিদ্র মানুষের আবাসন, খাস জলায় প্রকৃত জেলের অভিগম্যতা-মালিকানা, বর্গা চাষীর বর্গা স্বত্ব নিশ্চিত করা, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের ন্যায্য পণ্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, বহুমুখী কৃষি সমবায় গড়ে তোলা ইত্যাদি বিষয় বাজেটে স্পষ্ট দিকনির্দেশনাসহ যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ দিতে হবে।

আরও যেখানে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নজর দেয়া প্রয়োজন

বাজেটের এই চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করেছি, আরও কয়েকটি বর্গের মানুষের প্রতি অগ্রাধিকারভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। যেমন: ১) **যুব-জনগোষ্ঠী**; এবং ২) **নগরে বাস করা দরিদ্র জনগোষ্ঠী।** একই সাথে, **হিজড়া**, **দলিত জনগোষ্ঠী** এবং **চা-শ্রমিক** সম্বন্ধেও আমাদের কিছু তাৎক্ষণিক এবং অতি সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এখানে বিবৃত হলো যেগুলো, তাও নিবিড় গবেষণার দাবি রাখে।

যুব-জনগোষ্ঠী

জনশুমারী ২০২২ অনুযায়ী, ১৫ থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত বয়সের জনগোষ্ঠীকে যুব হিসেবে বলা হচ্ছে: যাদের সংখ্যা ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৭৫ (যা দেশের মোট জনসংখ্যার ১৯%-এর চেয়েও বেশি)। শংকার চিত্রটি হচ্ছে: এই বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে ১ কোটি ৮ লক্ষ ১১ হাজার ৪০৪ জন (যা যুব জনগোষ্ঠীর ৩৪%) কোনোরূপ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত নন। এ হার পল্লী অঞ্চলে ৩৭% এবং শহরাঞ্চলে এ হার ২৯%। সমগ্র দেশের যুবদের মাঝে: যুব-পুরুষদের মাঝে এ হার ১৩% শতাংশ এবং যুব-নারীদের মাঝে এ হার ৫৩%।

কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে, শুধু কারিগরি প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের জন্য বাজেট বরাদ্দ মোটেই যথেষ্ট নয়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে হতে হবে দেশে ও বিদেশের নিরিখে যুগোপযোগী, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ, শ্রমবাজারের চাহিদা মেটাতে সক্ষম, এবং সনদের যেন থাকে গ্রহণযোগ্যতা। এই খাতে সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। প্রতিবছর যে বিপুল পরিমাণ যুবক বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছে কাজের আশায়, তাদের প্রস্তুতি-যাত্রা-বিদেশে অবস্থান-ফিরে আসা যেন হয় সম্মানজনক, যৌক্তিক খরচে, নিরাপদ, নিয়মিত, এবং নিয়মতান্ত্রিক কাঠামো উন্নয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্যও বাজেটে পথনির্দেশ থাকা চাই। যেসব যুব উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে চান, তাদের জন্য প্রয়োজন সু-সমন্বিত এক ব্যবস্থা যেখানে থাকবে: কারিগরি এবং উদ্যোগ-উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, লিংকেজ সহযোগিতা, দ্রুত, ন্যায্য খরচে, এবং সহজে ঋণ পাবার ব্যবস্থা—এজন্যও বাজেটে দিকনির্দেশনা প্রয়োজন।

নগরে বাস করা দরিদ্র জনগোষ্ঠী

জনশুমারী ২০২২ অনুযায়ী নগরের জনসংখ্যার ৩৭% (অর্থাৎ, এই সংখ্যা প্রায় ৫ কোটি ২৩ লক্ষ) আমাদের হিসেবে, নগরের দরিদ্র, বিত্তহীন, স্বল্পায়ী, নিম্নবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত খানা নগরের মোট খানার কমপক্ষে ২৫% (অর্থাৎ, প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ)। নগরে বাস করা এই দরিদ্র মানুষের জীবনে, আরও হাজারো সমস্যার মাঝে, অন্যতম প্রধান সমস্যা নিজের কোনো আবাসন না থাকা।

দেশের মোট অবণ্টনকৃত–অবন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাসজমির (যার পরিমাণ, আমাদের হিসেবে ১০ লক্ষ ৬৭ হাজার ৭৩৭ একর—যা মোট অবণ্টনকৃত খাসজমি-জলার ১১.৭% এর সমপরিমাণ) মাত্র ২০% বণ্টন করে তাদের আবাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব (যা সংবিধানের ১৫ ও ১৬ অনুচ্ছেদের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ)।

ধরে নিই একটি মাল্টিপারপাস পাবলিক হাউজিং কমপ্লেক্সের জন্য লাগে ১০০ বিঘা জমি। প্রতিটি হাউজিং কমপ্লেক্সে বাস করবে আড়াই লক্ষ মানুষ (অথবা একই কথা ৫০ হাজার খানা/পরিবার)—এই হিসেবে নগর-দরিদ্রদের জন্য লাগবে এমন প্রায় ৫৩০-টি কমপ্লেক্স। প্রতিটি কমপ্লেক্স নির্মাণে ব্যয় যদি ৪০০ কোটি টাকাও (খাস জমির মালিক যেহেতু রাষ্ট্র, সেহেতু জমি ক্রয়ে কোনো বাড়তি টাকা লাগবে না) ধরি, তাহলে মোট ব্যয় হবে ২ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা। এখানে বসবাসকারীরা নিজেরাই একটি সার্ভিস-চার্জ ঠিক করে অনেক কম খরচে সকল আধুনিক সুযোগসুবিধাসহ "নিজের একটি বাসা"য় থাকতে পারবেন (যারা বয়ঃবৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, নিতান্ত

অসহায় তাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যবস্থা ভাবতে হবে)। এটি যে এক বছরেই করতে হবে এমনও তো নয়; ক্রমান্বয়ে বাজেটে বরাদ্দ রেখে এমনটি করা কি একেবারেই অসম্ভব? অবশ্যই সম্ভব– যদি 'শোভন সমাজব্যবস্থা'-'শোভন জীবনব্যবস্থা' বিনির্মাণ "মতাদর্শ" গ্রহণ করা হয়। [2]

হিজড়া, দলিত জনগোষ্ঠী এবং চা-শ্রমিক

২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী, বাংলাদেশের **হিজড়া** জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মাত্র ৮,১২৪ জন। অথচ হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মতে, তাদের প্রকৃত সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার। এজন্য, তাদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়। হিজড়া জনগোষ্ঠীর সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হওয়ায় তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসংস্থান সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, তাদের জন্য নির্দিষ্ট আবাসন ব্যবস্থার উদ্যোগ নিতে হবে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে। হিজড়া ভাতা কমপক্ষে ২০ বছর পর থেকেই প্রদান শুরু করা উচিত, যাতে তারা তাদের জীবনের শুরুতেই এই সহায়তা পায় এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে। অকৃষি খাসজমির বরাদ্দের কথা থাকলেও হিজড়া জনগোষ্ঠী তা পায় না, এ বিষয়ে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

দলিত জনগোষ্ঠীর নেতাদের হিসেবে বাংলাদেশে প্রায় ৮৫টি দল বা সম্প্রদায় রয়েছে, যাদের সংখ্যা প্রায় ৬০ থেকে ৬৫ লক্ষ। তবে, এই জনগোষ্ঠীর মানুষের সংখ্যা সংক্রান্ত কোনো বিস্তারিত সরকারি তথ্য-উপাত্ত নেই। দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্য সমস্যা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত। তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট আবাসন সুবিধা না থাকায় তারা ঝুঁকিপূর্ণ ও অনিরাপদ পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ প্রায় নেই বললেই চলে। এর ফলে, দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আবাসন সংক্রান্ত কোনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা তারা পায় না। দলিত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণ করে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ করা একান্ত প্রয়োজন।

চা শ্রমিকদের নিয়ে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ নিয়ে কাজ করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমানে চা শ্রমিকদের জন্য বাজেটে বরাদ্দ খুবই কম থাকে, যা তাদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আবাসনের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এই বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন, যাতে তারা একটি সুস্থ এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে। বর্তমানে একজন চা শ্রমিক দৈনিক মাত্র ১৭০ টাকা মজুরি পেয়ে থাকে। এই স্বল্প আয়ে একজন শ্রমিকের পরিবারের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা খুবই কঠিন। খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং আবাসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তারা যথাযথ সেবা পায় না। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান অনেক নিম্নস্তরে থাকে। তাদের জন্য জরুরিভিত্তিতে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা উচিত। রেশনিং ব্যবস্থা চালু হলে তারা ন্যায্যমূল্যে খাদ্য এবং অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাবে, যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

উপসংহার

আমাদের গবেষণার হিসেবে-পদ্ধতি, অনুমিতিতে পৌঁছানোর পথপদ্ধতি নিয়ে কারো ভিন্ন মত থাকতেই পারে; তবে একটি বিষয় নিয়ে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই যে চার বর্গ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হলো—পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষ—তাদের জন্য রাষ্ট্রীয় বাজেট বরাদ্দ অতি মাত্রায় অপ্রতুল এবং তার আশু বৃদ্ধি অতি জরুরি।

বাজেটের এই চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি, আরো কয়েকটি বর্গের মানুষের প্রতি অগ্রাধিকারভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। যেমন: (১) যুব-জনগোষ্ঠী; (২) নগরে বাস করা দরিদ্র জনগোষ্ঠী; (৩) হিজড়া; (৪) দলিত জনগোষ্ঠী; এবং (৫) চা-শ্রমিক। এই গোষ্ঠীগুলোর মানুষের জন্য বাজেট বরাদ্দ যে কত সেটি আমরা জানিনা, তবে এই সহজেই অনুমেয় এরা সবাই চরমভাবে বঞ্চিত। বিষয়টি নিবিড় গবেষণার দাবি রাখে। একই সাথে এদের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন তা বলবার অপেক্ষা রাখেনা।

বৈশ্বিক টালমাটাল বর্তমান অবস্থায় দেশের সার্বিক অর্থনীতি চাপে আছে এবং এমন সময়ে এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি কিছুটা ধীর মাত্রায় হতেই পারে; করতে হতে পারে মানবিক এবং কৌশলী অগ্রাধিকার-ভিত্তিক বন্টন (priority-

[2] মাল্টিপারপাস পাবলিক হাউজিং কমপ্লেক্স-এর ধারণাটির উৎস: আবুল বারকাত, ২০২০, বড় পর্দায় সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র: ভাইরাসের মহাবিপর্যয় থেকে শোভন বাংলাদেশের সন্ধানে। ঢাকা: বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি ও মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা।

based humane and strategic allocation)। কিন্তু, সেখানে ন্যায্যতার ভিত্তিতে এবং প্রয়োজনের গুরুত্বের নিরিখে (just and needs-based) যেখানে এবং যাদের প্রয়োজন বেশি সেখানে যেন বরাদ্দ পৌঁছায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

বরাদ্দতেই শেষ নয়, হতে হবে সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। এজন্য, বাজেটের লাইন আইটেম নির্ধারণ, বরাদ্দ প্রদান, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সক্রিয় জন-সম্পৃক্ততা (inclusive monitoring and evaluation) নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সংস্কার এবং তা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

পুরো বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের প্রকৃত-অধিকারভিত্তিক (real rights-based) সমাধান চাইলে, বিষয়টিকে দেখা চাই বড় পর্দায়, এবং পুরোমাত্রায় একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গণমানুষের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জন করা যাবেনা।

বরাদ্দ যতই বাড়ুক না কেন, দরিদ্র-প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ নারীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শোভন রাজনৈতিক পরিবেশ (respectful and decent political atmosphere) নিশ্চিত করা ছাড়া এর বাস্তবায়ন অসম্ভব। এ বড় কঠিন এবং দীর্ঘ যাত্রা—এসব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তবায়িত হবে না। এজন্য প্রয়োজন জ্ঞানভিত্তিক কৌশলী জোরদার সক্রিয় এডভোকেসি র্কমসূচি (evidence-based tactful proactive advocacy programme) যেখানে থাকবে প্রান্তিক বর্গের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের উন্মুক্ত সুযোগ। প্রয়োজন হবে স্থানীয় সমাজভিত্তিক সংগঠন এবং জাতীয় পর্যায়ের অধিকারভিত্তিক সংগঠনগুলোর জোরদার সুসমন্বিত নাগরিক নজরদারি (strengthened and well-coordinated public monitoring)।

জুলিয়ন আমলাই

- কর্ণফুলী বাধের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে।
- পার্বত্য চট্টগ্রামের সেটেলমেন্ট এর সুরাহা করতে হবে।

মেনহাজ মালা, নাটোর

- চলন বিল ভরাট হচ্ছে, তামাক চাষ হচ্ছে। চলন বিলসহ অন্যান্য বিলকে অবৈধ দখলমুক্ত করতে হবে।

ইসরাত জাহান

উদয়ন বাংলা, বাগরহাট

- উপকূলের জন্য আলাদ বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

অনন্য ধামাই

- আদিবাসী তরুণদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।

প্রবন্ধ উপস্থাপকের সমাপনী বক্তব্য

অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত

প্রধান উপদেষ্টা, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার

আজকের আলোচনায় পারিবারিক কৃষি, গ্রামীণ নারী, আদিবাসী মানুষ, কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারসম্পর্কিত নানবিধ বাস্তবধর্মী তথ্যচিত্র উঠে এসেছে। এর বাইরেও গার্মেন্টস কর্মী, হিজরা জনগোষ্ঠীদের তথ্য সম্পর্কেও জানা গেছে। এবছরের বাজেটের অন্যতম আলোচিত ইস্যু হচ্ছে কালো টাকা। যদিও আজকের আলোচনায় কালো টাকার বিষয়টি সেভাবে উঠে আসেনি তথাপি এটা নিয়ে আমাদের ভাবা উচিত। কালোটাকার মালিকরা ১৫% ট্যাক্স প্রদান করে কালো টাকা সাদা করতে পারবেন। বিপরীতে, সাধারণ জনগণকে ট্যাক্স দিতে হবে ৩০%। কিন্তু, এরপরেও কি সব কালো টাকা সাদা হবে? হবেনা, কারণ, কালো টাকার মালিকরা তাদের নিরাপত্তা ও পরবর্তী পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই সাদা করতে চাইবে না। তারা চাইবে না যে, তাদের কালো টাকার পরিমাণ সবাই জনুক।

হিজরা জনগোষ্ঠিরা সব সময়ই অবহেলিত, আদিবাসীদের মতো হিজরা সম্প্রদায়ের সঠিক সংখ্যা দিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। কাজেই, এদের পরিসংখ্যানও হওয়া প্রয়োজন। একইভাবে দলিত সম্প্রদায়েরও সঠিক সংখ্যা বের করা দরকার। এদের সংখ্যা স্পষ্ট না হওয়া অবধি সঠিক বরাদ্দও সম্ভব নয়। আজকের আলোচনায় উঠে আসা গুরত্বপূর্ণ তথ্যাবলী রিপোর্টে যথাসম্ভব সংযুক্তকরণের প্রয়াস থাকবে এবং পরবর্তী বছরের বাজেট রিপোর্টে আরও ইস্যু সংযুক্তি করার চেষ্টা থাকবে।

সঞ্চালকের সমাপনী বক্তব্য

শামসুল হুদা

নির্বাহী পরিচালক, এএলআরডি

প্রফেসর ড. আবুল বারকাতকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি বলেন, আজকের আলোচনায় নির্ধারিত বিষয়ের বাইরেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আর এসকল বিষয়সমূহ বাজেট প্রণয়নের জন্য গুরত্বপূর্ণ। বাজেট প্রক্রিয়ায়, বাজেট প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ, বাজেটের অর্থ আসে জনগণের টাকা থেকে। কাজেই, বাজেটের টাকা সেসব সাধারণ জনগণ কতটুকু পায়, কতটুকু তাদের কল্যাণার্থে খরচ করা হয় তা নিরূপণ করা দরকার।

সম্পূরক বাজেট প্রকাশের আগে আরো বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। গত বছর যে বাজেট পাশ হয়েছিল সেই বাজেট কোথায় কোথায় কতটুকু খরচ হয়েছে আর কতটুকু বাকি আছে সেসব বিষয়ে আরো স্পষ্ট আলোচনা হতে হবে। তারপর, সম্পূরক বাজেট প্রকাশ করতে হবে। শুধু মন্ত্রীসভায় নয়, এর বাইরেও সম্পূরক বাজেটের স্বচ্ছতা নিয়ে আলোচনা চলমান থাকতে হবে। বাজেট প্রক্রিয়ায় জনসম্পৃক্ততা আরো বাড়াতে হবে। বাজেট যেহেতু জনগণের অর্থে হয়, কাজেই এই বাজেট প্রক্রিয়ায় সতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ জনগণের অধিকার। সরকারকে এ বিষয়ে আরো সংবেদনশীল হতে হবে। বাজেট প্রণয়নের পুরো প্রক্রিয়ার পাশাপাশি বাজেট বস্তবায়নের প্রক্রিয়ায়ও জনজগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবর্তন একদিনে আসেনা, জনগণকেও পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবলমাত্র গণমূখী বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব।